এই ছবিটি যেন রক্তে লেখা এক অধ্যায়। নারী শিক্ষার্থীরা তখন প্রাণ বাঁচাতে দৌড়াচ্ছে, পেছনে ধেয়ে আসছে হেলমেটধারী, লাঠিসোটা হাতে সন্ত্রাসী লীগ বাহিনী। এক নিরীহ ছাত্রী রক্তাক্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে–মাথা নিচু, শরীর কাঁপছে, আর সামনে দাঁড়িয়ে আছে তার নিপীড়কেরা। কোনো কিছুর তোয়াক্কা না করে তবুও তারা মারছে। এই দৃশ্য এক জাতিকে ঘুমাতে দেয়নি, দেয় না আজও। যারা এই বর্বরতা চালায়, তারা ফ্যাসিবাদের দোসর, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসী।

যে আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে

পতনের ঠিক আগমুহূর্তে এক একটি জীবন হয়ে ওঠে ইতিহাসের স্ফুলিঙ্গ। আবু সাঈদ ছিলেন তেমনই এক বিস্ফোরণ। ১৬ জুলাই, বৈষম্যবিরোধী গণঅভ্যুত্থানে তিনি প্রাণ দিলেন, আর জ্বালিয়ে গেলেন এক বিপ্লবের শিখা। বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের এই ছাত্র স্বপ্ন দেখেছিলেন সমতার, সেই স্বপ্নে তিনি জীবন রাখলেন। আবু সাঈদের রক্ত ছুঁয়ে সারা দেশে প্রতিবাদের আগুন জ্বললো। আজকের বাংলাদেশ তাকে জানে–যিনি সময়কে বুকে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন ফ্যাসিবাদের সামনে। ফ্যাসিবাদের দোসর, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসীদের নির্মমতায় যিনি হয়েছেন শহীদ।

১৬ জুলাই, চট্টগ্রামের আকাশ ছুঁয়ে উঠেছিল ছাত্রদের আর্তনাদ।
বিপ্লবীদের রক্তে লাল হয়েছিল ষোলশহর স্টেশন,
যেখানে অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ছাত্রলীগ, যুবলীগ, আওয়ামী সন্ত্রাসীরা–
নিষিদ্ধ দলের দোসরদের হামলায় শহীদ হন ফারুক ও শিক্ষার্থী ওয়াসিম
আরো অনেক রক্তাক্ত হয় ছুরি, গুলি, রড, লাঠির প্রহারে।
এই ছবিতে ধরা পড়েছে এক বীভৎস সত্য–
পিটিয়ে পিটিয়ে ছাত্রদেহ ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে রক্তের নদীতে,
তবু পিছু হটেনি তারা, কারণ আন্দোলন ছিল ন্যায়ের।
এটি ছিল ফ্যাসিবাদের দোসর, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসীর এক সুপরিকল্পিত হত্যাযজ্ঞ।

একই রক্তাক্ত চিত্র–চট্টগ্রামের ষোলশহর, ১৬ জুলাই।
বিপ্লবীদের শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি রক্তে ডুবিয়ে দিল রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসীরা।
ছবিতে দেখা যায়–দুজন রক্তাক্ত আন্দোলনকারী রিকশায় উঠলেও
রেহাই দেয়নি শেখ হাসিনার সন্ত্রাসী বাহিনী।
রক্তে ভেজা শার্ট-প্যান্ট, ক্ষতবিক্ষত শরীর নিয়েও তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে
ছাত্রলীগ, যুবলীগ, আওয়ামী সন্ত্রাসীরা।
এই ছিল কোটা সংস্কার আন্দোলনের প্রতি রাষ্ট্রের উত্তর–
একটি সরকার, যার চোখে ছাত্র মানেই শত্রু।
এটি ছিল ফ্যাসিবাদের দোসর, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসীর আক্রমণ।

১৬ জুলাই, চট্টগ্রাম শহরের বাতাস ভারী হয়ে উঠেছিল কান্নায়।
শেখ হাসিনার নির্দেশে হামলা চালায় নিষিদ্ধ সংগঠনগুলো–
ছাত্রলীগ, যুবলীগ, আওয়ামী সন্ত্রাসীরা।
ছবিটিতে ধরা পড়েছে সাতজন বিপ্লবীর রক্তাক্ত শরীর,
যাদের তোলে ভ্যানগাড়িতে শুয়ানো হয়েছে,
অজ্ঞান, ক্ষতবিক্ষত অবস্থায়।
মাটি, কাদা, রক্ত–সব মিলিয়ে এক যুদ্ধক্ষেত্র যেন।
ছাত্রদের দাবি ছিল কেবল ন্যায়ের,
কিন্তু তাদের উত্তর ছিল ককটেল, গুলি, চাপাতি।
এ দৃশ্য বলে দেয়–কতটা নির্মম হতে পারে
ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার দোসর ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসীরা।

এই যে ছবিটি–সাভারের রাস্তার পাশে ছুঁড়ে ফেলা এক যুবকের নিথর দেহ–এটাই শাইখ আশহাবুল ইয়ামিন। ১৮ জুলাই, পাকিজা মসজিদের পাশেই পুলিশের সাঁজোয়া যান থেকে তাকে টেনে হিচড়ে রাস্তায় ফেলে দেওয়া হয়। ভিডিওতে আমরা দেখেছি, কেমন করে একজন যুবক–যার বুক ভরা ছিল বন্ধুদের চিন্তা, যার নাম শাইখ আশহাবুল ইয়ামিন–গুলিবিদ্ধ অবস্থায় ধুঁকছিল, আর রাষ্ট্রীয় বাহিনী তাকে ঘোরাতে ঘোরাতে একসময় ফেলে দিল যেন সে কোনো মানুষ নয়, এক টুকরো আবর্জনা। চিকিৎসার সামান্য চেষ্টাও করেনি তারা। মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির এই ছাত্রের মৃত্যুই বলে দেয়–এই রাষ্ট্র আর মানুষের নয়। এই পুলিশ আর আইনের নয়। এরা ফ্যাসিবাদের দোসর, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসী।

ছবিটা কোনো সিনেমার দৃশ্য নয়–এ বাস্তব বাংলাদেশের এক রক্তাক্ত দিন। ৪ আগস্ট, গুলিবিদ্ধ গোলাম নাফিজকে রিকশায় করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, আর সে রিকশায় নিথর দেহ পড়ে আছে, যেন জীবনের কোন মূল্য নেই এই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসী বাহিনীর কাছে। বনানী বিদ্যানিকেতন স্কুল অ্যান্ড কলেজের এই ছাত্রটিকে গুলি করলো পুলিশ, আর পরে রিকশায় তার মৃতদেহের ছবি কাঁদালো এক জাতিকে। রাষ্ট্র তখন চুপ, ক্ষমতার আঁধারে বসে ছিল যারা–তারাই ফ্যাসিবাদের দোসর, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসী। আর কোন এই রকম ফ্যাসিবাদী আচরণ দেখতে চায় না এই জাতি। তারা রক্ত দিয়ে এর প্রতিবাদ করতে জানে।

“পানি লাগবে কারো?”–এই ডাক দিয়েই জীবন শেষ করলো মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধ। ১৮ জুলাই উত্তরার আজমপুরে, টিয়ার গ্যাসে চোখ জ্বলতে জ্বলতেই পানি বিতরণ করছিলেন আন্দোলনরত ছাত্রদের মাঝে। যমজ ভাইয়ের ভিডিওতে ধরা পড়েছে তার সেবার দৃশ্য। কিন্তু ১৫ মিনিট পরই, এক গুলি থামিয়ে দিল সবকিছু। মাথায় গুলি লাগলো, হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই নিভে গেল প্রাণ। কে তাকে মারলো? যারা ভয় পায় ছাত্রের ভালোবাসা, যারা শঙ্কিত মুগ্ধদের সাহসে–ফ্যাসিবাদের দোসর, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসী তারাই।

১৯ জুলাই ঢাকার রাজপথে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল একদল বুক চিতানো মানুষ–যারা জানে, ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়াতে হয় মৃত্যুকে জেনেও। বিজিবি আর পুলিশের গুলি, লাঠি, নিষেধাজ্ঞা, কারফিউ, ইন্টারনেট বন্ধ–সব উপেক্ষা করে দাঁড়িয়েছিল এক ছাত্র, যার বুক ইশারা দিচ্ছিল–মারো, যদি তোমাদের সাহস থাকে। এদেশের বাতাসে আজও ভাসে সেই ছবি, যেখানে একা এক ছাত্র দাঁড়িয়ে থাকে এক রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসী বাহিনীর সামনে। সে জানে, তারা ফ্যাসিবাদের দোসর, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসী তাদেরকে প্রতিহত করতে হবে।